বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর

বার্ষিক অডিট রিপোর্ট
২০১২-২০১৩

১ম খন্ড

[কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট ঢাকা ও চট্টগ্রাম কার্যালয় এর
২০০৮-২০১২ অর্থ বছরের হিসাব সম্পর্কিত]

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়

বার্ষিক অডিট রিপোর্ট
২০১২-২০১৩

১ম খন্ড

[কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট ঢাকা ও চট্টগ্রাম কার্যালয় এর
২০০৮-২০১২ অর্থ বছরের হিসাব সম্পর্কিত]

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিবরণ		পৃষ্ঠা নম্বর
১.	কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন		ক
২.	মহাপরিচালক এর বক্তব্য		খ
৩.	প্রথম অধ্যায়		১
৪.	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ		৩
৫.	অডিট বিষয়ক তথ্য		৪
৬.	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু		৫
৭.	অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ		৫
৮.	অডিটের সুপারিশ		৫
৯.	দ্বিতীয় অধ্যায় : অডিট অনুচ্ছেদসমূহ		৭
১০.	শব্দ সংক্ষেপের তালিকা (Abbroviation & Glossary)		৯
১১.	অনুচ্ছেদ নং	আপত্তির শিরোনাম	
	১	বিভিন্ন ডিপ্লোমেটিক বন্ডেড ওয়্যার হাউজ কর্তৃক একই সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি (প্রিভিলিজ্ড পারসন) এর পাশ বই এর অনুকূলে অনিয়মিতভাবে প্রাধিকারের অতিরিক্ত পণ্য ইস্যু করায় শুল্ককরাদি বাবদ রাজস্ব ক্ষতি।	১০
	২	বন্ডের আওতায় আমদানিকৃত কাঁচামাল ডেডোর উপকরণ উৎপাদন (মূসক-১)/ সহগ (Co-efficient) অপেক্ষা অতিরিক্ত ব্যবহার দেখানোর ফলে শুল্ককরাদি বাবদ রাজস্ব ক্ষতি।	১১
	৩	বন্ড লাইসেন্সের অর্ন্তভুক্ত নয় এমন পণ্য বিভিন্ন ডিপ্লোমেটিক বন্ডেড ওয়্যার হাউজ কর্তৃক বন্ডের আওতায় আমদানি করায় শুল্ককরাদি বাবদ রাজস্ব ক্ষতি।	১২
	৪	বিভিন্ন ডিপ্লোমেটিক বন্ডেড ওয়্যার হাউজ কর্তৃক প্রাপ্যতার অতিরিক্ত পণ্য আমদানি করায় অতিরিক্ত আমদানিকৃত পণ্যের শুল্ককরাদি বাবদ রাজস্ব ক্ষতি।	১৩
	৫	দেশে ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যাদি (Home Consumption) বন্ডের আওতায় আমদানিকৃত পণ্য বন্ডিং মেয়াদউত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও খালাসকৃত পণ্যের ধার্যকৃত শুল্ক করাদির উপর অনিয়মিতভাবে সুদ কম আদায় করায় রাজস্ব ক্ষতি ।	১৫
	৬	বন্ডের আওতায় আমদানিকৃত কাঁচামাল বন্ড রেজিস্টারে এন্ট্রি না করায় এবং উক্ত কাঁচামাল এক্সবন্ডের মাধ্যমে খালাস না করায় শুল্ককরাদি বাবদ রাজস্ব ক্ষতি।	১৬
	৭	বর্ধিত বন্ডিং মেয়াদউত্তীর্ণ পণ্যের স্থায়ী আন্তঃবন্ড স্থানান্তরের সুযোগ না থাকা সত্ত্বেও স্থায়ী আন্তঃবন্ড স্থানান্তরের মাধ্যমে পণ্য খালাসের অনুমোদন করায় শুল্ককরাদি বাবদ রাজস্ব ক্ষতি।	১৭
	৮	বন্ড সুবিধায় আমদানিকৃত কাচাঁমাল বন্ড রেজিস্টারে ইনবন্ড না করে অনিয়মিতভাবে বিক্রয় করায় শুল্ককরাদি বাবদ রাজস্ব ক্ষতি।	১৯
	৯	বন্ডের আওতায় আমদানিকৃত পণ্য এক্সবন্ড করার সময় শুল্ককরাদি কম আরোপ করায় রাজস্ব ক্ষতি।	২১
	১০	শুল্ককর বাবদ ২৩,২৩,৫১,৩৬০/- টাকা অনাদায় সম্পর্কিত নথিপত্র অডিটে উপস্থাপন না করা প্রসঙ্গে।	২২
১২.	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর		২৩

ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশনস) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশনস) (এ্যামেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এ অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখ : ২৮/৪/১৪২২ বং বঙ্গাব্দ
১২/৮/২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

মাসুদ আহমেদ
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

খ

মহাপরিচালকের বক্তব্য

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৮-০৯ এবং ২০০৯-১২ অর্থ বছরের হিসাবের উপর নিরীক্ষা ০৪/০২/২০১০ হতে ১৫/০৭/২০১০ খ্রিঃ তারিখ এবং ২৬/০৮/২০১২ হতে ১৪/১২/২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে এবং চট্টগ্রাম কার্যালয়ের ২০০৮-১২ অর্থ বছরের হিসাবের উপর নিরীক্ষা ১৭/১২/২০১২ খ্রিঃ তারিখ হতে ২২/০১/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে সম্পন্ন করা হয়। নিরীক্ষা সমাপনান্তে মোট ১০টি অনুচ্ছেদের সাথে জড়িত **৯৭,৮৯,৮৫,৫৮৩/-** (টাকা সাতানব্বই কোটি উনাশি লক্ষ পঁচাশি হাজার পাঁচ শত তেরাশি মাত্র)টাকা সম্বলিত আলোচ্য অডিট রিপোর্টটি প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়াও অডিট আপত্তির প্রেক্ষিতে ৩,১২,৮৮,৯২৮/- (টাকা তিন কোটি বার লক্ষ আটাশি হাজার নয়শত আঠাশ মাত্র) টাকা আদায় হয়েছে।

উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের হিসাব নমুনায়ণের মাধ্যমে নিরীক্ষা করা হয়েছে। ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৮-০৯ এবং ২০০৯-১২ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষায় উত্থাপিত অগ্রিম অনুচ্ছেদ যথাক্রমে ২০/০৯/২০১০ খ্রিঃ এবং ২৪/০২/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে ও চট্টগ্রাম কার্যালয়ের ২০০৮-১২ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষায় উত্থাপিত অগ্রিম অনুচ্ছেদ ২৪/০২/১৩ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর ইস্যু করা হয়েছে। পরবর্তীতে ২৭/১০/২০১০, ৩১/০৩/১৩ ও ২৭/০৩/১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৮/১২/২০১০ ও ৩০/০৬/১৩ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারিপত্র জারী করা হয়। সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের যে সকল আর্থিক অনিয়ম এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা উল্লিখিত সময়ের সমস্ত কার্যক্রমের আংশিক প্রতিফলন মাত্র। অর্থাৎ এ রিপোর্টের আপত্তি ও মন্তব্য সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের আর্থিক শৃঙ্খলার পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয়।

এ রিপোর্টের অন্তর্ভুক্ত অনিয়মগুলি পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, নিরীক্ষিত কার্যালয়ের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা এবং সরকারি বিধি-বিধান পরিপালন না করায় অনিয়মগুলি সংঘটিত হয়েছে যার প্রতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো। অডিট আপত্তিতে জড়িত অর্থ আদায়ের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ প্রয়োজন। এছাড়া প্রতিষ্ঠানের আর্থিক শৃঙ্খলা নিশ্চিতকল্পে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এধরণের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি রোধ করাও সম্ভব।

স্বাক্ষরিত

(মোঃ মাহতাব উদ্দিন)
মহাপরিচালক
স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর
ফোন ঃ ৮৩১৬১৩০।

তারিখ ১৪/৪/১৪২২ বাং / ২৯/৭/২০১৫ খ্রিঃ বঙ্গাব্দ / খ্রিস্টাব্দ

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা
১	বিভিন্ন ডিপ্লোমেটিক বন্ডেড ওয়্যার হাউজ কর্তৃক একই সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি (প্রিভিলিজড পারসন) এর পাশ বই এর অনুকূলে অনিয়মিতভাবে প্রাধিকারের অতিরিক্ত পণ্য ইস্যু করায় শুল্ককরাদি বাবদ রাজস্ব ক্ষতি।	৭,৯০,১৩,৮১২/-
২	বন্ডের আওতায় আমদানিকৃত কাঁচামাল ডেডোর উপকরণ উৎপাদন (মূসক-১)/ সহগ (Co-efficient) অপেক্ষা অতিরিক্ত ব্যবহার দেখানোর ফলে শুল্ককরাদি বাবদ রাজস্ব ক্ষতি।	৪,১৮,৩২,৫২২/-
৩	বন্ড লাইসেন্সের অর্ন্তভুক্ত নয় এমন পণ্য বিভিন্ন ডিপ্লোমেটিক বন্ডেড ওয়্যার হাউজ কর্তৃক বন্ডের আওতায় আমদানি করায় শুল্ককরাদি বাবদ রাজস্ব ক্ষতি।	৪,৮৪,৩৩,১৮৩/-
৪	বিভিন্ন ডিপ্লোমেটিক বন্ডেড ওয়্যার হাউজ কর্তৃক প্রাপ্যতার অতিরিক্ত পণ্য আমদানি করায় অতিরিক্ত আমদানিকৃত পণ্যের শুল্ককরাদি বাবদ রাজস্ব ক্ষতি।	৪০,২২,২৪,৭৭৬/-
৫	দেশে ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যাদি (Home Consumption) বন্ডের আওতায় আমদানিকৃত পণ্য বন্ডিং মেয়াদউত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও খালাসকৃত পণ্যের ধার্যকৃত শুল্ক করাদির উপর অনিয়মিতভাবে সুদ কম আদায় করায় রাজস্ব ক্ষতি ।	৮,৭৫,৯৯,৮৬৯/-
৬	বন্ডের আওতায় আমদানিকৃত কাঁচামাল বন্ড রেজিস্টারে এন্ট্রি না করায় এবং উক্ত কাঁচামাল এক্সবন্ডের মাধ্যমে খালাস না করায় শুল্ককরাদি বাবদ রাজস্ব ক্ষতি।	১,৩৪,০৮,৮৯২/-
৭	বর্ধিত বন্ডিং মেয়াদউত্তীর্ণ পণ্যের স্থায়ী আন্তঃবন্ড স্থানান্তরের সুযোগ না থাকা সত্ত্বেও স্থায়ী আন্তঃবন্ড স্থানান্তরের মাধ্যমে পণ্য খালাসের অনুমোদন করায় শুল্ককরাদি বাবদ রাজস্ব ক্ষতি।	৯৬,৯২,৬৯৫/-
৮	বন্ড সুবিধায় আমদানিকৃত কাচাঁমাল বন্ড রেজিস্টারে ইনবন্ড না করে অনিয়মিতভাবে বিক্রয় করায় শুল্ককরাদি বাবদ রাজস্ব ক্ষতি।	১২,৫৫,৭১,৮৪১/-
৯	বন্ডিং মেয়াদে উত্তীর্ণ হওয়ার পরও বন্ডের আওতায় আমদানিকৃত পণ্য খালাস না করায় শুল্ক করাদি বাবদ টাকা রাজস্ব ক্ষতি।	১৭,১২,০৭,৯৯৩/-
১০	শুল্ককর বাবদ ২৩,২৩,৫১,৩৬০/- টাকা অনাদায় সম্পর্কিত নথিপত্র অডিটে উপস্থাপন না করা প্রসঙ্গে।	-
	সর্বমোট=	৯৭,৮৯,৮৫,৫৮৩/-

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা অর্থ বৎসর ঃ ২০০৮-২০১২।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান ঃ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট ঢাকা ও চট্টগ্রাম কার্যালয়।

নিরীক্ষার প্রকৃতি ঃ নিয়মানুসরণ অডিট (Compliance Audit)

নিরীক্ষার সময় ঃ

- কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা ২০০৮-০৯ অর্থ বছর, ০৪/০২/২০১০ খ্রিঃ হতে ১৫/০৭/২০১০ খ্রিঃ তারিখ।
- কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা ২০০৯-১২ অর্থ বছর, ২৬/০৮/২০১২ খ্রিঃ হতে ১৪/১২/২০১২ খ্রিঃ তারিখ।
- কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রাম ২০০৮-১২ অর্থ বছর, ১৭/১২/২০১২ খ্রিঃ হতে ২২/০১/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ।

নিরীক্ষা পদ্ধতি ঃ

- ঝুঁকি পর্যালোচনা ঃ যে সমস্ত বিষয় অনিয়ম সংঘঠিত হওয়ার সম্ভবনা বেশী পর্যালাচনা পূর্বক ঐ সমস্ত বিষয়কে ঝুঁকি হিসেবে গণ্য করা ।
- এ্যাসেসমেন্ট অডিট ঃ নির্ধারণযোগ্য নিরীক্ষার বিষয়কে নির্ধারণ (এ্যাসেসমেন্ট) পূর্বক অডিট করা।
- ডকুমেন্টেশন এ্যানালাইসিস ঃ প্রমাণক সাপেক্ষে, যথা- এভিডেন্স, সরকারি আদেশ-নির্দেশ ও বিধি-বিধানের আলোকে অডিট করা।

অডিট নিরীক্ষা দল ঃ

(কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা ২০০৯-১২ ও চট্টগ্রাম ২০০৮-১২) :—

১।	জনাব গৌরাঙ্গ চন্দ্র দেবনাথ, উপ-পরিচালক	- দলপ্রধান।
২।	জনাব মাহবুবুল ইসলাম, অডিট এন্ড একাউন্টস অফিসার	- সদস্য।
৩।	জনাব মোঃ সাইদুল হোসেন, অডিট এন্ড একাউন্টস অফিসার	- সদস্য ।
৪।	জনাব মীর মাহবুবুল হক, এস. এ. এস সুপার	- সদস্য।
৫।	জনাব মোঃ খলিলুর রহমান, সুপার-ইন-চার্জ	- সদস্য।
৬।	জনাব মোঃ অজিউল্লাহ, অডিটর	- সদস্য ।

(কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা-২০০৮-০৯) :—

১।	জনাব কামাল আনোয়ার, পরিচালক	- দলপ্রধান।
২।	" মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান, অডিট এন্ড একাউন্টস অফিসার	- সদস্য।
৩।	" মোঃ কুদ্দুছ মোল্লা,এস.এ.এস সুপার	- সদস্য।
৪।	" মোঃ শরীফ উদ্দিন আহমেদ, এস.এ.এস সুপার	- সদস্য।
৫।	" নাসির উদ্দিন মোল্লা, অডিটর	- সদস্য।
৬।	" মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, অডিটর	- সদস্য।
৭।	" মোঃ শামীম হাসান মনসুর রউফ খান, অডিটর	- সদস্য।

অডিট রিপোর্ট প্রণয়নে সম্পৃক্ত ঃ

- জনাব গৌরাঙ্গ চন্দ্র দেবনাথ, উপ- পরিচালক।
- জনাব মাহবুবুল ইসলাম, অডিট এন্ড একাউন্টস অফিসার।

তত্ত্বাবধান ঃ জনাব কমলেশ চন্দ্র রায়, পরিচালক।

সার্বিক তত্ত্বাবধান ঃ মহাপরিচালক।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু ঃ

- সাংবিধানিক অডিটের নিকট তথ্যাদি উপস্থাপন না করা।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পর্যালোচনা করে নিম্নোক্ত বিষয়ে শৈথিল্য পরিলক্ষিত হয়েছে ঃ

১। অভ্যন্তরীণ অডিট কর্তৃক নিরীক্ষিত হওয়ার পরেও সাংবিধানিক অডিটে সংশ্লিষ্ট নথিতে আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে।

২। অভ্যন্তরীণ অডিটের পরিধি (Coverage) যথেষ্ঠ নয়।

৩। অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের দুর্বলতার কারণে রাজস্ব ক্ষতির সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ ঃ

- ক্ষেত্র বিশেষে কাস্টমস্ এ্যাক্ট,১৯৬৯ এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কতৃক জারিকৃত বিভিন্ন এসআরও এর বিধি-বিধান এবং আদেশ নির্দেশ পরিপালন না করা।
- বন্ডের আওতায় আমদানিকৃত পণ্য/উপকরণ বন্ড রেজিষ্টারে যথাযথভাবে এন্ট্রি এবং এক্সবন্ডের মাধ্যমে খালাস না করা।
- বন্ডের আওতায় আমদানিকৃত পণ্য/উপকরণ বন্ডিং মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে খালাস না করা।
- পণ্য উৎপাদনে উপকরনে ব্যবহারের ক্ষেত্রে গাণিতিক শুদ্ধতা না থাকা।
- প্রচ্ছন্ন রপ্তানির বিপরীতে পণ্য উৎপাদনে ডেডোর উপকরণ উৎপন্ন (মূসক-১)/সহগ (Co-efficiencies) চেয়ে অতিরিক্ত পরিমাণ উপকরণ ব্যবহার করা।
- সুশৃঙ্খল আর্থিক ব্যবস্থাপনার অভাব।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- কাস্টমস এ্যাক্ট,১৯৬৯ ও সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান এবং সরকারি আদেশ/নির্দেশ যথাযথভাবে পরিপালন নিশ্চিত করা আবশ্যক।
- ইউ.পি এর মাধ্যমে পণ্য খালাসের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক সকল তথ্যাবলী,ডকুমেন্টস,মাস্টার এল.সি, ডেডোর সহগ (Co-efficient) ইত্যাদি যথাযথভাবে যাচাই করার বিষয়টি নিশ্চিত করা আবশ্যক।
- পোষাক শিল্প প্রতিষ্ঠানের ত্রৈমাসিক, বার্ষিক পারফরমেন্স রিপোর্ট/বিবরণীর তথ্যাবলী সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্টস, রেকর্ডপত্রের সাথে যথাসময়ে যাচাই করা একান্ত আবশ্যক।
- আমদানি, রপ্তানি ও ওয়্যার হাউজে পণ্য রাখার বিষয়ে কর্তৃপক্ষের তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদার করা আবশ্যক।
- বন্ডের আওতায় আমদানিকৃত পণ্যের বন্ডিং মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বেই রপ্তানি/দেশীয় ব্যবহারের জন্য উক্ত পন্য খালাস করা প্রয়োজন।
- অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত অর্থ আদায় নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
- সরকারি প্রাপ্তি কোষাগারে জমা নিশ্চিত করা আবশ্যক।
- বন্ডেড ওয়্যার হাউজ অনিয়মের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক রাজস্ব ক্ষতির টাকা আদায় করা আবশ্যক।
- উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের তদারকি জোরদার করা প্রয়োজন।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদার করা প্রয়োজন।

দ্বিতীয় অধ্যায়
(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

শব্দ সংক্ষেপ

বন্ড (Bond)	বিনা শুল্কে উপকরণ/পণ্য আমদানিকরে পণ্য/উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত/ রপ্তানির জন্য কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত/শর্তাবলী বন্ধনে আবদ্ধ।
ইনবন্ড (In Bond)	বিনাশুল্কে আমদানি পণ্য/উপকরণ কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট কর্তৃক অনুমোদিত বন্ড রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করণ।
এক্স বন্ড (Ex Bond)	ইনবন্ডকৃত পণ্য/ উপকরণ বাজারজাত/ রপ্তানির উদ্দেশ্যে বন্ড রেজিস্টারে ব্যবহারিক লিপিবদ্ধ করণ।
বন্ডেড ওয়ার হাউস (Bonded Ware House)	কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট কর্তৃক বিনা শুল্কে আমদানিকৃত পণ্য/ উপকরণ সংরক্ষণের জন্য অনুমোদিত গুদাম।
সহগ (Co-efficient)	শুল্ক প্রত্যর্পণ ও পরিদর্শন পরিদপ্তর (ডেডো) কর্তৃক পণ্য উৎপাদনের জন্য উপকরণ/কাঁচামাল ব্যবহারের জন্য অনুমোদিত ভিত্তি।
দেশে ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যাদি (Home Consumption)	বিনা শুল্কে আমদানিকৃত পণ্য দেশে ব্যবহারের জন্য।
ইউপি (Utilization Permission)	বিনা শুল্কে আমদানিকৃত পণ্য/উপকরণ রপ্তানির উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট কর্তৃক অনুমোদনপত্র।

অনুচ্ছেদ নং-১

শিরোনাম	ঃ	বিভিন্ন ডিপ্লোমেটিক বন্ডেড ওয়্যার হাউজ কর্তৃক একই সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি (প্রিভিলিজড পারসন)-দের পাশ বই এর অনুকূলে অনিয়মিতভাবে প্রাধিকারের অতিরিক্ত পণ্য ইস্যু করায় শুল্ককরাদি বাবদ ৭,৯০,১৩,৮১২/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।
বিবরণ	ঃ	▪ কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৯-১০ হতে ২০১১-১২ আর্থিক সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে ডিপ্লোমেটিক বন্ডেড ওয়্যার হাউজসমূহের বন্ড লাইসেন্স নথি, মাসিক বিক্রয় বিবরণী ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, বিভিন্ন ডিপ্লোমেটিক বন্ডেড ওয়্যার হাউজ কর্তৃক একই সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি (প্রিভিলিজড পারসন)-দের পাশ বই এর অনুকূলে অনিয়মিতভাবে প্রাধিকারের অতিরিক্ত পণ্য ইস্যু করায় শুল্ককরাদি বাবদ ৭,৯০,১৩,৮১২/৪৫ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। ▪ বিস্তারিত বিবরণ দ্বিতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট **"১ (ক-ড)"**-তে প্রদত্ত হলো
অনিয়মের কারণ	ঃ	▪ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এস.আরও.ও নং-২৩৭-আইন/২০০৩/২০১৫/কাস, তারিখ ২.৮.২০০৩ খ্রিঃ মোতাবেক প্রতি সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি (প্রিভিলিজড পারসন)-দের এলকোহলিক বেভারেজ, লিকার ও টোবাকোর মাসিক প্রাধিকার ১০০ মাঃ ডলার হিসাবে বাৎসরিক প্রাধিকার ১২০০ মাঃ ডলার। কিন্তু এক্ষেত্রে বিভিন্ন ওয়্যার হাউজ কর্তৃক অনিয়মিতভাবে একই সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি (প্রিভিলিজড পারসন) -দের অনুকূলে বাৎসরিক প্রাধিকার অপেক্ষা অধিক পরিমাণ পণ্য ইস্যু দেখানো হয়েছে। ফলে অতিরিক্ত ইস্যুকৃত পণ্যের উপর শুল্ককরাদি বাবদ সরকারের ৭,৯০,১৩,৮১২/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।
স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব	ঃ	▪ বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ পূর্বক নিরীক্ষা অফিসকে অবহিত করা হবে।
অডিটের মন্তব্য	ঃ	▪ প্রাধিকার বহির্ভূতভাবে আর্থিক সুবিধা প্রদান করায় জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। ▪ আপত্তিটিকে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ২৪/০২/১৩ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ ইস্যু করা হয়। পরবর্তীতে ৩১/০৩/১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ৩০/০৬/১৩ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র প্রেরণ করা সত্ত্বেও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
অডিটের সুপারিশ	ঃ	▪ উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত ৭,৯০,১৩,৮১২/- (টাকা সাত কোটি নব্বই লক্ষ তের হাজার আট শত বার মাত্র) টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করতঃ প্রমাণকসহ নিরীক্ষা কার্যালয়কে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-২

শিরোনাম	ঃ	বন্ডের আওতায় আমদানিকৃত কাঁচামাল ডেডোর উপকরণ উৎপাদন (মূসক-১)/সহগ (Co-efficient) অপেক্ষা অতিরিক্ত ব্যবহার দেখানোর ফলে শুল্ককরাদি বাবদ ৪,১৮,৩২,৫২২/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।
বিবরণ	ঃ	▪ কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রাম কার্যালয়ের ২০০৮-২০০৯ হতে ২০১১-১০১২ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে ডাপ পিপি ইন্ডাঃ লিঃ (বন্ড লাইসেন্স নং ঃ এস ০৪-০৬/বন্ড (সাঃ)/লাইসেন্স/২০০০), ডিএএফ প্যাকেজিং ইন্ডাঃ লিঃ (বন্ড লাইসেন্স নং- এস ০৪-০৬/বন্ড(সাঃ)/লাইসেন্স/৯৮) এবং কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৯-১০ হতে ২০১১-১২ আর্থিক সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে মেসার্স ইয়ং লেবেলস লিঃ, মেসার্স সিনো বাংলা ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, মেসার্স ইন্টার লিং এক্সেসরিজ লিঃ, মেসার্স তেহাংগ প্যাকেজিং (বাংলাদেশ) লিঃ -এর বন্ড রেজিষ্টার, ইনবন্ড বিল অব এন্ট্রি, ইউপি, ইউডি, পিআরসি, ইনভয়েস ইত্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান (Deemed Bond) কর্তৃক বন্ডের আওতায় বিনা শুল্কে আমদানিকৃত কাঁচামাল ডেডোর উপকরণ উৎপাদন (মূসক-১)/ সহগ (Co-efficient) অপেক্ষা অতিরিক্ত পরিমাণ ব্যবহার দেখিয়ে এক্স বন্ডের মাধ্যমে খালাস করায় শুল্ক করাদি বাবদ ৪,১৮,৩২,৫২২/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। ▪ বিস্তারিত বিবরণ দ্বিতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট "২(ক-চ)"-তে প্রদত্ত হলো।
অনিয়মের কারণ	ঃ	▪ ডেডোর উপকরণ উৎপাদন (মূসক-১)/ সহগ (Co-efficient) অনুযায়ী প্রতি একক পণ্যে অপচয়সহ (Processing loss) যতটুকু উপকরণ ব্যবহার হওয়ার কথা তা অপেক্ষা ইউপি (ইউটিলাইজেশন পারমিশন) ইস্যুর সময় অনিয়মিতভাবে অতিরিক্ত পরিমাণ পণ্য ইস্যু করায় শুল্ক করাদি বাবদ সরকারের ৪,১৮,৩২,৫২২/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।
স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব	ঃ	▪ স্থানীয় অফিস জবাব প্রদানে বিরত থাকে।
অডিটের মন্তব্য	ঃ	▪ স্থানীয় অফিস জবাব প্রদান না করায় আপত্তিটি স্বীকৃতিমূলক প্রতীয়মাণ হয়েছে। আপত্তিটিকে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ২৪/০২/১৩ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ ইস্যু করা হয়। পরবর্তীতে ৩১/০৩/২০১৩ খ্রিঃ ও ২৭/০৩/১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ৩০/০৬/১৩ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র প্রেরণ করা সত্ত্বেও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
অডিটের সুপারিশ	ঃ	▪ উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত ৪,১৮,৩২,৫২২/- (টাকা চার কোটি আঠার লক্ষ বত্রিশ হাজার পাঁচ শত বাইশ মাত্র) টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করতঃ প্রমাণকসহ নিরীক্ষা কার্যালয়কে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-৩

শিরোনাম	ঃ	বন্ড লাইসেন্সের অর্ন্তভুক্ত নয় এমন পণ্য বিভিন্ন ডিপ্লোমেটিক বন্ডেড ওয়্যার হাউজ কর্তৃক বন্ডের আওতায় আমদানি করায় শুল্ককরাদি বাবদ ৪,৮৪,৩৩,১৮৩/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।
বিবরণ	ঃ	▪ কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৯-১০ হতে ২০১১-১২ আর্থিক সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে ন্যাশনাল ওয়্যার হাউজ লিঃ, টস বন্ড লিঃ ও সাবির ট্রেডার্স লিঃ এর বন্ড লাইসেন্স নথি, বিক্রয় বিবরণী, আমদানি প্রাপ্যতা সংক্রান্ত আদেশ, সিআইএস আমদানি তথ্য ইত্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বন্ড লাইসেন্সে যে সমস্ত এইচ.এস.কোড-এর পণ্য আমদানি করার অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে উক্ত এইচ.এস.কোড-এর অর্ন্তভুক্ত নয় এমন পণ্য বন্ডের আওতায় আমদানি করায় শুল্ককরাদি বাবদ ৪,৮৪,৩৩,১৮৩/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। ▪ বিস্তারিত বিবরণ দ্বিতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট "৩ (ক-গ)"-তে প্রদত্ত হলো
অনিয়মের কারণ	ঃ	▪ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এস.আর.ও নং-২৩৭-আইন/২০০৩/২০১৫/কাস, তারিখ -২.৮.২০০৩ মোতাবেক পর্যটন কর্পোরেশন ছাড়া অন্যান্য ডিপ্লোমেটিক বন্ডেড ওয়্যার হাউজ সমূহকে এলকোহলিক বেভারেজ, লিকার ও টোবাকো ছাড়া অন্য কোন পণ্য বন্ডের আওতায় আমদানি করার অনুমোদন প্রদান করা হয়নি। কিন্তু এক্ষেত্রে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহ অনুমোদিত পণ্য বর্হিভূত পণ্য আমদানি করায় শুল্ককরাদি বাবদ ৪,৮৪,৩৩,১৮৩/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।
স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব	ঃ	▪ এ বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্টে রিট মামলা দায়ের করা হলে রুল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত স্থগিতাদেশ প্রদান করা হয়েছে।
অডিটের মন্তব্য	ঃ	▪ প্রাধিকার বহির্ভূতভাবে আমদানি করায় জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। আপত্তির বিবরণ অনুযায়ী আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যক। ▪ আপত্তিটিকে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ২৪/০২/১৩ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ ইস্যু করা হয়। পরবর্তীতে ৩১/০৩/১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ৩০/০৬/১৩ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র প্রেরণ করা সত্ত্বেও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
অডিটের সুপারিশ	ঃ	▪ উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত ৪,৮৪,৩৩,১৮৩/- (টাকা চার কোটি চুরাশি লক্ষ তেত্রিশ হাজার এক শত তিরাশি মাত্র) টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করতঃ প্রমাণকসহ নিরীক্ষা কার্যালয়কে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-৪

শিরোনাম	ঃ	বিভিন্ন ডিপ্লোমেটিক বন্ডেড ওয়্যার হাউজ কর্তৃক প্রাপ্যতার অতিরিক্ত পণ্য আমদানি করায় অতিরিক্ত আমদানিকৃত পণ্যের শুল্ককরাদি বাবদ ৪০,২২,২৪,৭৭৬ /- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।
বিবরণ	ঃ	▪ কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৯-১০ হতে ২০১১-১২ আর্থিক সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে ডিপ্লোমেটিক বন্ডেড ওয়্যার হাউজসমূহের বন্ড লাইসেন্স নথি, মাসিক বিক্রয় বিবরণী, আমদানি প্রাপ্যতা সংক্রান্ত আদেশ, সিআইএস তথ্য ইত্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বন্ড লাইসেন্স এ প্রতি অর্থ বৎসরে যে পরিমাণ পণ্য আমদানি করার অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে তা অপেক্ষা অতিরিক্ত পণ্য আমদানি করা হয়েছে। ফলে অতিরিক্ত আমদানিকৃত পণ্যের উপর শুল্ককরাদি বাবদ সরকারের ৪০,২২,২৪,৭৭৬ /- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। ▪ বিস্তারিত বিবরণ দ্বিতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট **"৪ (ক-চ)"**-তে প্রদত্ত হলো
অনিয়মের কারণ	ঃ	▪ কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা কার্যালয় হতে বন্ড লাইসেন্স ইস্যু করার সময় প্রতিটি প্রতিষ্ঠান কি কি পণ্য বছরে কি পরিমাণে আমদানি করতে পারবে তা উল্লেখ থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে বন্ড লাইসেন্সে প্রতি অর্থ বৎসরে যে পরিমান পণ্য আমদানি করার অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে উহা অপেক্ষা অতিরিক্ত পণ্য আমদানি করা হয়েছে। ফলে অতিরিক্ত আমদানিকৃত পণ্যের উপর সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে শুল্ককরাদি বাবদ ৪০,২২,২৪,৭৭৬ /- টাকা আদায়যোগ্য।
স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব	ঃ	▪ আপত্তিতে বর্নিত ৪টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সাবির ট্রেডার্স ও টস বন্ড লিঃ কর্তৃক আপীলাত ট্রাইবুনালে দায়েরকৃত মামলা বিচারাধীন রয়েছে। অপর দুটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এইচ.কবির এন্ড কোং লিঃ আমদানি প্রাপ্যতা শেষ হওয়ায় এ দপ্তরের প্রত্যায়ন পত্রের ভিত্তিতে অতিরিক্ত আমদানি করেন এবং ঢাকা ওয়্যার হাউজ এর ক্ষেত্রে মোট আমদানির পরিমাণ ১৫,৮২,৪০৬ মার্কিন ডলার উল্লেখ করা হলেও প্রকৃতপক্ষে মোট আমদানির পরিমাণ হবে ১৪,৬০,৭১০ মার্কিন ডলার।
অডিটের মন্তব্য	ঃ	▪ জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। প্রাপ্যতা বহির্ভূত অতিরিক্ত পণ্য আমদানি করায় যথাযথ/যথাসময়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম আবশ্যক ছিল যা এক্ষেত্রে করা হয়নি। ▪ আপত্তিটিকে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ২৪/০২/১৩ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ ইস্যু করা হয় । পরবর্তীতে ৩১/০৩/১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ৩০/০৬/১৩ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র প্রেরণ করা সত্ত্বেও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত ৪০,২২,২৪,৭৭৬/-(টাকা চল্লিশ কোটি বাইশ লক্ষ চব্বিশ হাজার সাতশত ছিয়াত্তর মাত্র) টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করতঃ প্রমাণকসহ নিরীক্ষা কার্যালয়কে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-৫

শিরোনাম	ঃ	দেশে ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যাদি (Home Consumption) বন্ডের আওতায় আমদানিকৃত পণ্য বন্ডিং মেয়াদউত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও খালাসকৃত পণ্যের ধার্যকৃত শুল্ক করাদির উপর অনিয়মিতভাবে সুদ কম আদায় করায় ৮,৭৫,৯৯,৮৬৯/-টাকা রাজস্ব ক্ষতি।
বিবরণ	ঃ	▪ কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রাম কার্যালয়ের ২০০৮-২০০৯ হতে ২০১১-১২ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে এস আলম কোল্ড রোল ষ্টীল লিঃ, বেঙ্গল স্যাক কর্পোরেশন এবং কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৯-১০ হতে ২০১১-১২ আর্থিক সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে মেসার্স সুরুজ আলী ইন্টারন্যাশনাল, মেসার্স ইউনিভার্সেল লেবেলস লিঃ, মেসার্স বেঙ্গল ইন্ডিগো লিঃ-এর বন্ড রেজিস্টার, ইনবন্ড বিল অব এন্ট্রি, এক্সবন্ড বিল অব এন্ট্রি, ইনভয়েস ইত্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, দেশে ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যাদি (Home Consumption) বন্ডের আওতায় আমদানিকৃত পণ্যের বন্ডিং মেয়াদউত্তীর্ণ খালাসকৃত পণ্যের ধার্যকৃত শুল্ক করাদির উপর সুদ বাবদ কম আদায় করায় ৮,৭৫,৯৯,৮৬৯/-টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। ▪ বিস্তারিত বিবরণ দ্বিতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট **"৫(ক-গ)"**-তে প্রদত্ত হলো ।
অনিয়মের কারণ	ঃ	▪ কাস্টমস এ্যাক্ট, ১৯৬৯ এর ধারা ৯৮(৪) মোতাবেক হোম কনজাম্পশন বন্ডের আওতায় আমদানিকৃত পণ্যের বন্ডিং মেয়াদ ৬(ছয়) মাস। কিন্তু উক্ত সময়ের পরে আমদানিকৃত পণ্য খালাস করায় খালাসকৃত পণ্যের ধার্যকৃত শুল্ক করাদির উপর সুদ বাবদ ৮,৭৫,৯৯,৮৬৯/-টাকা কম আদায় করা হয়েছে
স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব	ঃ	▪ স্থানীয় অফিস জবাব প্রদানে বিরত থাকে।
অডিটের মন্তব্য	ঃ	▪ অনিয়মিতভাবে সুদ কম আদায়ের বিষয়টি নিরীক্ষায় গ্রহণযোগ্য নহে। ▪ আপত্তিটিকে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ২৪/০২/১৩ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ ইস্যু করা হয় । পরবর্তীতে ৩১/০৩/২০১৩ খ্রিঃ ও ২৭/০৩/১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ৩০/০৬/১৩ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র প্রেরণ করা সত্ত্বেও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
অডিটের সুপারিশ	ঃ	▪ উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত ৮,৭৫,৯৯,৮৬৯/- (টাকা আট কোটি পঁচাত্তর লক্ষ নিরানব্বই হাজার আট শত উনসত্তর মাত্র) টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করতঃ প্রমাণকসহ নিরীক্ষা কার্যালয়কে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-৬

শিরোনাম	ঃ	বন্ডের আওতায় আমদানিকৃত কাঁচামাল বন্ড রেজিস্টারে এন্ট্রি না করায় এবং উক্ত কাঁচামাল এক্সবন্ডের মাধ্যমে খালাস না করায় শুল্ককরাদি বাবদ ১,৩৪,০৮,৮৯২/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।
বিবরণ	ঃ	▪ কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রাম কার্যালয়ের ২০০৮-২০০৯ হতে ২০১১-১০১২ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে কে.এন.এস প্যাকেজিং ইন্ডাঃ লিঃ, ডিএএফ প্যাকেজিং ইন্ডাঃ লিঃ ও মেসার্স লিবার্টি এন্টারপ্রাইজ ইন্ডাঃ লিঃ-এর বন্ড রেজিস্টার, ইনবন্ড বিল অব এন্ট্রি, ইউপি, ইউডি, পিআরসি, ইনভয়েস ইত্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমূখী শিল্প প্রতিষ্ঠান (Deemed Bond) কর্তৃক বন্ডের আওতায় বিনা শুল্কে আমদানিকৃত কাঁচামাল বন্ড রেজিস্টারে এন্ট্রি না করায় এবং উক্ত কাঁচামাল এক্সবন্ডের মাধ্যমে খালাস না করায় শুল্ককরাদি বাবদ ১,৩৪,০৮,৮৯২/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। ▪ বিস্তারিত বিবরণ দ্বিতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট "৬ (ক-গ)"- তে প্রদত্ত হলো ।
অনিয়মের কারণ	ঃ	▪ কাস্টমস এ্যাক্ট, ১৯৬৯ এর ধারা ৮৬(১) মোতাবেক দেশে ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যাদি (Home Consumption) বন্ডের আওতায় আমদানিকৃত পণ্যের ইনবন্ড করার পর ধারা ৯৮(৪) মোতাবেক বন্ডিং মেয়াদ ৬(ছয়) মাস অতিবাহিত হলে বন্ডিং মেয়াদউত্তীর্ণ আমদানিকৃত পণ্যের শুল্ক করাদি আরোপযোগ্য। কিন্তু এক্ষেত্রে আমদানিকৃত কাঁচামাল বন্ড রেজিস্টারে এন্ট্রি না করায় এবং উক্ত কাঁচামাল এক্সবন্ডের মাধ্যমে খালাস না করায় শুল্ককরাদি বাবদ ১,৩৪,০৮,৮৯২/- টাকা সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।
স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব	ঃ	▪ স্থানীয় অফিস জবাব প্রদানে বিরত থাকে।
অডিটের মন্তব্য	ঃ	▪ স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জবাব প্রদানে বিরত থাকায় আপত্তিটির যথার্থতা প্রতিষ্ঠিত। আপত্তিটিকে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ২৪/০২/১৩ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ ইস্যু করা হয় । পরবর্তীতে ২৭/০৩/১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ৩০/০৬/১৩ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র প্রেরণ করা সত্ত্বেও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
অডিটের সুপারিশ	ঃ	▪ উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত ১,৩৪,০৮,৮৯২/- (টাকা এক কোটি চৌত্রিশ লক্ষ আট হাজার আট শত বিরানব্বই মাত্র) টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করতঃ প্রমাণকসহ নিরীক্ষা কার্যালয়কে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-৭

শিরোনাম ঃ বর্ধিত বন্ডিং মেয়াদউত্তীর্ণ পণ্য অনিয়মিতভাবে স্থায়ী আন্তঃবন্ড স্থানান্তরের মাধ্যমে খালাসের অনুমোদন করায় শুল্ককরাদি বাবদ ৯৬,৯২,৬৯৪/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- কাস্টম্স বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৯-১০ হতে ২০১১-১২ আর্থিক সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে মেসার্স আশিক ফ্যাশন ওয়্যার লিঃ, ৪৩ চালাবন, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০ (বন্ড লাইসেন্স নং-০৪৬/কাস-এসবিডব্লিউ/২০০০ তারিখঃ ৯.৭.২০০০, মূসক নিঃ নং৫১১১০০৫৩৯০ তাং ২৪.৬.৯৯) এর বন্ড লাইসেন্স নথি (নথি নং ৫(১৩) ৬০৭/কাস-বন্ড/৯৯), অডিট নথি ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, রপ্তানির উদ্দেশ্যে বি/ই নং ৬৫২ তারিখঃ ৩.৪.২০০২, বি/ই নং ৬৫৩ তারিখঃ ৩.৪.২০০২, বি/ই নং ৬৫৪ তারিখঃ ৩.৪.২০০২ ও বি/ই নং ৮৫৫ তারিখঃ ৫.৫.২০০২ এর মাধ্যমে যথাক্রমে ১,৫৯,৯৮৬ গজ, ১,৬০,০০০ গজ, ১,২০,০০০ গজ ও ১২,০০০ গজ সর্বমোট ৫,৫৯,৯৮৬ গজ নাইলন টাফেটা কাপড় আমদানি করা হয়। উক্ত কাপড় হতে ২,৪৪,২৮৫.৮৫ গজ কাপড় দিয়ে তৈরী পোষাক রপ্তানি করার পর অবশিষ্ট (৫,৫৯,৯৮৬ – ২,৪৪,২৮৫.৮৫) = ৩,১৫,৭০০.১৫ গজ কাপড় ষ্টক লট হয়ে যায়। উক্ত ষ্টক লট হয়ে যাওয়া কাপড়ের কাস্টম্স বন্ড কমিশনারেট ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক বর্ধিত বন্ডিং মেয়াদ যথাক্রমে ২.১০.২০০৪ ও ৪.১০.২০০৪ তারিখ শেষ হয়ে যায়। পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান স্থায়ী আন্তঃবন্ড স্থানান্তরের মাধ্যমে পণ্য খালাসের জন্য আবেদন করলে আইনগতভাবে তার কোন সুযোগ নেই বিধায় ২৪.৪.২০০৫ তারিখে বন্ডিং মেয়াদউত্তীর্ণ উক্ত কাপড়ের উপর ৯৬,৯২,৬৯৪/- টাকার দাবিনামা জারী করা হয় যা পত্র নং ৫(১৩)৬০৭/কাস-বন্ড/৯৯/৮৯১৯ তারিখঃ ৯.৫.২০০৫ এর মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে অবহিত করা হয়।

- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বন্ডিং মেয়াদউত্তীর্ণ উক্ত কাপড়ের উপর দাবিনামা জারী করতঃ আইনানুগভাবে বিষয়টি নিষ্পত্তি করে বোর্ডকে অবহিত করার জন্য তার পত্র নং ৩(২) শুল্ক ঃ রপ্তানি ও বন্ড/২০০০/২০১০ তারিখঃ ২৩.৫.২০০৫ এর মাধ্যমে কাস্টম্স বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা কে নির্দেশ দেয়া হয়।

- অথচ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উল্লিখিত পত্রের বরাত দিয়ে অনুমোদনের কথা উল্লেখ করে (সংশ্লিষ্ট নথির ১১২ নং প্যারা দ্রষ্টব্য) বন্ডিং মেয়াদউত্তীর্ণ উক্ত কাপড়ের উপর প্রযোজ্য শুল্ককরাদি বাবদ ৯৬,৯২,৬৯৪/- টাকার ব্যাংক গ্যারান্টি দাখিলের শর্তে কাস্টম্স বন্ড কমিশনারেট কর্তৃক পত্র নং ৫(১৩)৬০৭/কাস-বন্ড/৯৯/১৩১৪১ তারিখঃ ৪.৭.২০০৫ এর মাধ্যমে স্থায়ী আন্তঃবন্ড স্থানান্তরের মাধ্যমে পণ্য খালাসের অনুমোদন দেয়া হয়। পরবর্তী সময়ে বন্ডারের আবেদনের প্রেক্ষিতে ব্যাংক গ্যারান্টি ফেরৎ দেয়া হয়।

অনিয়মের কারণ ঃ

- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ২৩.৫.২০০৫ তারিখের পত্রের মাধ্যমে কাস্টমস বন্ড কমিশনার, ঢাকাকে আলোচ্য শুল্ককরাদি আদায়ের নির্দেশ দেয়া সত্ত্বেও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অনুমোদন ব্যতিরেকে স্থায়ী আন্তঃবন্ড স্থানান্তরের অনুমোদনের কোন আইনগত ভিত্তি নেই বিধায় শুল্ককরাদি বাবদ ৯৬,৯২,৬৯৪/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ

- বন্ডিং মেয়াদউত্তীর্ণ কাপড়ের বিপরীতে বন্ডার যেহেতু ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান করে স্থায়ী আন্তঃবন্ড গ্রহণ করেছেন এবং পরবর্তীতে শর্তানুযায়ী উক্ত কাপড় দিয়ে পোষাক প্রস্তুতপূর্বক রপ্তানি করার বিষয়টি যথাযথ প্রমাণিত হওয়ায় বন্ডারের দাখিলকৃত ব্যাংক গ্যারান্টি ফেরত প্রদানের বিষয়টি যুক্তিযুক্ত হয়েছে।

অডিটের মন্তব্য ঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। বন্ডিং মেয়াদউত্তীর্ণ উক্ত কাপড়ের স্থায়ী আন্তঃবন্ড স্থানান্তরের কোন সুযোগ নেই। এছাড়াও যেহেতু জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বন্ডিং মেয়াদউত্তীর্ণ উক্ত কাপড়ের উপর দাবিনামা জারী করতঃ আইনানুগভাবে বিষয়টি নিষ্পত্তি করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন সেহেতু, স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব গ্রহণযোগ্য নহে।
- আপত্তিটিকে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ২৪/০২/১৩ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ ইস্যু করা হয়। পরবর্তীতে ৩১/০৩/১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ৩০/০৬/১৩ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র প্রেরণ করা সত্ত্বেও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত ৯৬,৯২,৬৯৪/- (টাকা ছিয়ানব্বই লক্ষ বিরানব্বই হাজার ছয় শত চুরানব্বই মাত্র) টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করতঃ প্রমাণকসহ নিরীক্ষা কার্যালয়কে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-৮

শিরোনাম ঃ বন্ড সুবিধায় আমদানিকৃত কাচাঁমাল বন্ড রেজিস্টারে উত্তোলন না করে অনিয়মিতভাবে বিক্রয় করায় শুল্ককরাদি বাবদ ১২,৫৫,৭১,৮৪১/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৯-২০১০ হতে ২০১১-১০১২ পর্যন্ত আর্থিক সনের অডিটে মেসার্স **এ.এন.এস পলি এন্ড এক্সেসরিজ** (বন্ড লাইসেন্স নং ৬৬২/কাস-পিবিডব্লিউ/২০১০ তারিখ-১৮/১০/২০১০), মেসার্স নিথুন ফেব্রিক্স লিঃ এবং মেসার্স তেহাংগ প্যাকেজিং (বাংলাদেশ) লিঃ (বন্ড লাইসেন্স নং ১৩৪/কাস-বি-ডব্লিউ/৯৭, মূসক নিঃ নং ৫১৪১০০৫৫৮৩ তারিখঃ ২৯/১২/১৯৯৮) এর বন্ড রেজিস্টার,নথি, সি.আই.এস সেলের আমদানি তথ্যসহ সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বন্ড সুবিধায় আমদানিকৃত কাচাঁমাল বন্ড রেজিস্টারে ইনবন্ড না করে অনিয়মিতভাবে বিক্রয় করায় শুল্ক করাদি বাবদ ১২,৫৫,৭১,৮৪১/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।
- বিস্তারিত বিবরণ দ্বিতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট **"৭ (ক-গ)"**- তে প্রদত্ত হলো

অনিয়মের কারণ ঃ

- (ক) কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা এর পক্ষ হতে ২১/১২/২০১১ ইং তারিখে মেসার্স এ.এন.এস পলি এন্ড এক্সেসরিজ এর ওয়্যার হাউজ বাস্তব যাচাইয়ে দেখতে পায় যে, ২৯টি বিল অব এন্ট্রির মাধ্যমে আমদানিকৃত কাঁচামাল বন্ড রেজিস্টারে এন্ট্রি না করে খোলা বাজারে বিক্রয় করা হয়। কোন বন্ড লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠান শতভাগ রপ্তানির উদ্দেশ্যে বন্ড সুবিধায় আমদানিকৃত কাঁচামাল উৎপাদনে ব্যবহার না করে খোলা বাজারে বিক্রয় করলে উহার উপর শুল্ককরাদি আরোপযোগ্য হয়। এক্ষেত্রে বন্ড রেজিস্টারে এন্ট্রি না করা পণ্যের শুল্ককরাদি বাবদ ৯,৪৩,৫১,৪০২/- টাকা আদায়যোগ্য। উল্লেখ্য, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ল্যান্ডিং চার্জ ১% সহ শুল্কায়নমূল্য নির্ধারণ করলেও অগ্রিম আয়কর ৫% এর স্থলে ৩% আরোপ করা হয়।
- (খ) মেসার্স নিথুন ফেব্রিক্স লিঃ এর সি.আই.এস এর আমদানি তথ্যসহ বন্ড রেজিস্টার ও তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায়, পরিশিষ্টে বর্ণিত ২৮টি বিল অব এন্ট্রির মাধ্যমে আমদানিকৃত কাঁচামাল ইনবন্ড করা হয়নি। যেহেতু কাঁচামালসমূহ বন্ডের আওতায় আমদানিকৃত সেহেতু ইনবন্ড করা বাধ্যতামূলক এবং রফতানির উদ্দেশ্যে প্রয়োজন অনুযায়ী এক্সবন্ড করে উৎপাদনে ব্যবহার করার কথা। কিন্তু এক্ষেত্রে উক্ত কাচাঁমাল ইনবন্ড না করায় বন্ড লাইসেন্সের শর্তভঙ্গ করা হয়েছে এবং উহার উপর বিধি মোতাবেক শুল্ককরাদি বাবদ ১,৫০,৬৯,৪২৬/- টাকা আরোপযোগ্য।
- (গ) মেসার্স তেহাংগ প্যাকেজিং (বাংলাদেশ) লিঃ (বন্ড লাইসেন্স নং ১৩৪/কাস-বি-ডব্লিউ/৯৭, মূসক নিঃ নং৫১৪১০০৫৫৮৩ তারিখঃ২৯/১২/১৯৯৮) রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায়, ইউপি নং৪৯/২০১২ তারিখঃ ১৭/০৫/২০১২ খ্রিঃ অনুযায়ী আমদানিকৃত কাঁচামাল ক্র্যাফট লাইনার পেপার, ক্র্যাফট লাইনার বোর্ড, হোয়াইট ও মিডিয়াম লাইনার পেপার, সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ও প্রিন্টিং ইংক যে পরিমাণ মজুদ ছিল উহা ২১/০৫/২০১২ তারিখে কাস্টমস বন্ড কর্তৃপক্ষের তদন্ত দল কর্তৃক সরেজমিন তদন্তে উল্লিখিত ইউপি অনুযায়ী মজুদ অপেক্ষা কম পাওয়া যায়। যা অবৈধ অপসারণ বা বিক্রয় বলে প্রতীয়মান হয় এবং উক্ত কাঁচামালের উপর শুল্ককরাদি বাবদ ১,৬১,৫১,০১৩/- টাকা আরোপযোগ্য হয়।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ

- এ.এন.এস পলি এন্ড এক্সেসরিজ লিঃ এর বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপিত হলে এ দপ্তর কর্তৃক প্রযোজ্য শুল্ককরাদি আদায়ের লক্ষ্যে ৩১.০১.২০১২ তারিখে দাবিনামা সম্বলিত কারণ দর্শাও নোটিশ জারী করা হয়। প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উক্ত দাবীনামার বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোর্টে রিট মামলা দায়ের করেন।

- মেসার্স নিথুন ফেব্রিক্স লিঃ একটি প্রচ্ছন্ন ও সরাসরি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান। প্রচ্ছন্ন রপ্তানির বিপরীতে ইউপি গ্রহন করে এক্সবন্ড করা হয় । কিন্তু সরাসরি রপ্তানির জন্য বিজিএমইএ থেকে ইউডি গ্রহন করে উক্ত ইউডি এর বিপরীতে আমদানি রপ্তানির তথ্য বিভিন্ন শুল্ক ষ্টেশনে রক্ষিত প্রতিষ্ঠানের নামীয় পাশ বইতে এন্ট্রি করা হয় যা বন্ড রেজিস্টারে এন্ট্রি করা হয় না।

- মেসার্স তেহাংগ প্যাকেজিং (বাংলাদেশ) লিঃ এর শুল্ক ফাঁকির বিষয়ে সংশোধিত চুড়ান্ত দাবিনামা জারী করা হলে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ২১.১.২০১৩ ইং তারিখে আপীল দায়ের করে।

অডিটের মন্তব্য ঃ

- **এ.এন.এস পলি এন্ড এক্সেসরিজ লিঃ** এবং মেসার্স তেহাংগ প্যাকেজিং (বাংলাদেশ) লিঃ এর দায়েরকৃত মামলা নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করে নিরীক্ষা কার্যালয়কে অবহিত করা করা আবশ্যক। মেসার্স নিথুন ফেব্রিক্স লিঃ এর ইউডি এবং রপ্তানি তথ্য সরবরাহ করা হয়নি যা সরবরাহ করা প্রয়োজন।

- আপত্তিটিকে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ২৪/০২/১৩ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ ইস্যু করা হয় । পরবর্তীতে ৩১/০৩/১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ৩০/০৬/১৩ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র প্রেরণ করা সত্ত্বেও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত ১২,৫৫,৭১,৮৪১/- (টাকা বার কোটি পঞ্চান্ন লক্ষ একাত্তর হাজার আট শত একচল্লিশ মাত্র) টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করতঃ প্রমাণকসহ নিরীক্ষা কার্যালয়কে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-৯

শিরোনাম	ঃ	বন্ডিং মেয়াদে উত্তীর্ণ হওয়ার পরও বন্ডের আওতায় আমদানিকৃত পণ্য খালাস না করায় শুল্ক করাদি বাবদ ১৭,১২,০৭,৯৯৩/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।
বিবরণ	ঃ	▪ কাস্টমস্ বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রাম কার্যালয়ের ২০০৮-২০০৯ হতে ২০১১-১২ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে এস আলম কোল্ড রোল স্টীল লিঃ ও কে.এন. এস প্যাকেজিং ইন্ডাঃ লিঃ এবং কাস্টমস্ বন্ড কমিশানারেট, ঢাকা কার্যালয়ে ২০০৯-২০১০ হতে ২০১১-২০১২ আর্থিক সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে মেসার্স সুরুজ আলী ইন্টারন্যাশনাল, এর বন্ড রেজিস্টার, ইনবন্ড বিল অব এন্ট্রি, এক্সবন্ড বিল অব এন্ট্রি, ইনভয়েস ইত্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বন্ডের আওতায় আমদানিকৃত পণ্যের বন্ডিং মেয়াদউত্তীর্ণ হওয়ার পরও উক্ত পণ্য খালাস না করায় শুল্ককরাদি বাবদ ১৭,১২,০৭,৯৯৩/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। ▪ বিস্তারিত বিবরণ দ্বিতীয় খন্ডের পরিশিষ্ট "৮"- তে প্রদত্ত হলো ।
অনিয়মের কারণ	ঃ	▪ কাস্টমস্ এ্যাক্ট, ১৯৬৯ এর ধারা ৯৮(৪) মোতাবেক হোম কনজাম্পশন বন্ডের আওতায় আমদানিকৃত পণ্যের বন্ডিং মেয়াদ ৬(ছয়) মাস। কিন্তু উক্ত সময়ের মধ্যে আমদানিকৃত পণ্য খালাস না করায় বন্ডিং মেয়াদউত্তীর্ণ উক্ত পণ্যের শুল্ক করাদি বাবদ ১৭,১২,০৭,৯৯৩/- টাকা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায়যোগ্য।
স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব	ঃ	▪ স্থানীয় অফিস জবাব প্রদানে বিবরত থাকে।
অডিটের মন্তব্য	ঃ	▪ স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জবাব প্রদানে বিরত থাকায় আপত্তিটি যথাযথ/ প্রতিষ্ঠিত। আপত্তিটিকে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ২৪/০২/২০১৩খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ ইস্যু করা হয়। পরবর্তীতে ৩১/০৩/২০১৩ খ্রিঃ ও ২৭/০৩/২০১৩খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ৩০/০৬/২০১৩খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র প্রেরণ করা সত্ত্বেও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
অডিটের সুপারিশ	ঃ	▪ উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত ১৭,১২,০৭,৯৯৩/- (টাকা সতের কোটি বার লক্ষ সাত হাজার নয়মথ তিরানব্বই) টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করতঃ প্রমাণকসহ নিরীক্ষা কার্যালয়কে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং-১০

শিরোনাম ঃ শুল্ককরাদি বাবদ ২৩,২৩,৫১,৩৬০/- টাকা অনাদায় সম্পর্কিত নথিপত্র অডিটে উপস্থাপন না করা প্রসঙ্গে।

বিবরণ ঃ

- কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৯-২০১২ অর্থ বছরের অডিটে নিম্নেবর্ণিত ৭টি নথি উপস্থাপনের জন্য ৮/১০/২০১২ তারিখে অডিট কর্তৃক চাহিদাপত্র (রিকুইজিশন) দেয়া হয়। উক্ত ৭টি নথির মধ্যে ১টি নথি (এ এন এস পলি এন্ড এক্সেসরিজ লিঃ) উপস্থাপন করা হয়। অবশিষ্ট ৬টি নথির জন্য বার বার অনুরোধ করা সত্ত্বেও অডিটে উপস্থাপন করা হয়নি। আলোচ্য ৬টি নথির মধ্যে ৫টি নথির নিম্নেবর্ণিত দাবীকৃত টাকা আদায় হয়েছে কিনা এবং দাবীকৃত টাকা সঠিকভাবে হিসাবায়ন হয়েছে কিনা তা যাচাই করা সম্ভব হয়নি।

ক্রঃ নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	দাবীর তাং	অনাদায়ী টাকা
১	এ বি প্যাকেজিং লিঃ, কাজিপাড়া, মিরপুর, ঢাকা।	২৬/১/১২	১৪৩৪৬৩১৮/-
২	এসিভ এক্সেসরিজ লিঃ, জিরাবো, আশুলিয়া, ঢাকা।	১৯/৬/১১	১০৪৮০৬০২/-
৩	এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং কোং লিঃ, পলাশ, ঘোড়াশাল।	১/৮/১১	৫০০০০০০/-
৪	বেনিটেক্স ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।	১৬/৪/১২	২০০০০০০০০/-
৫	বেঙ্গল পেসিপিক (প্রাঃ) লিঃ, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়গঞ্জ।	৩/৩/১০	২৫২৪৪৪০/-
		সর্বমোট	২৩,২৩,৫১,৩৬০/-

অনিয়মের কারণ ঃ

- বাংলাদেশ সংবিধানের ১২৮ (১) মোতাবেক বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক অথবা তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে নিরীক্ষার চাহিদা মোতাবেক রেকর্ডপত্র নিরীক্ষায় উপস্থাপনের বিধান রয়েছে। আলোচ্য ক্ষেত্রে উক্ত বিধান মোতাবেক রেকর্ডপত্র উপস্থাপন না করায় আপত্তিকৃত অনাদায়ী টাকা আদায় হয়েছে কিনা তা যাচাই করা সম্ভব হয়নি।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব ঃ

- ৫টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ক্রমিক নং-১,৩,৪ ও ৫-এর বিষয়ে মামলা দায়েরকৃত এবং ক্রমিক নং-২ এর বিষয়ে দাবীনামা সম্বলিত কারণ দর্শাও নোটিশ জারি করা হয়েছে।

অডিটের মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। নিরীক্ষা দলের চাহিদা মোতাবেক ০৬ টি নথি উপস্থাপন না করা নিরীক্ষাকে অসহযোগিতার শামিল।

- আপত্তিটিকে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ২৪/০২/১৩ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ ইস্যু করা হয়। পরবর্তীতে ৩১/০৩/১৩ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ৩০/০৬/১৩ খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র প্রেরণ করা সত্ত্বেও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- আপত্তির বিবরণ অনুযায়ী অনাদায়ী ২৩,২৩,৫১,৩৬০/- (টাকা তেইশ কোটি তেইশ লক্ষ একান্ন হাজার তিনশত ষাট মাত্র) টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করতঃ প্রমাণকসহ নিরীক্ষা কার্যালয়কে অবহিত করাসহ নিরীক্ষাকে অসহযোগিতার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক সংশ্লিষ্ট সকলের বিরুদ্ধে যথাযথ প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

স্বাক্ষরিত
(মোঃ মাহতাব উদ্দিন)
মহাপরিচালক
স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর।

বাঃসঃমুঃ-২০১৪-১৫/৫২৭৪কম/এ—৭৫০ বই, ২০১৫।